

“মনই চিন্তা এবং কর্মের জননী”

মনই চিন্তা এবং কর্মের জননী”

শাস্ত্র অনুসারে মানব দেহের সুষুম্না নাড়ি অর্ন্তরং বজ্র নাড়ি এবং বজ্র নাড়ি অর্ন্তরং চিত্রানী নাড়ি এবং চিত্রানী নাড়ি অর্ন্তরং মনপির চক্র/ নাভিপদ্মের অর্ন্তরং কর্ণিকা মধ্যং “মন” নামক অর্ন্তসূক্ষ্ম কনা অবস্থতি, যার আয়তন - বর্তমানং আবর্ষিকৃত একটি পরমাণুর অর্ন্তরং অবস্থতি এক ইলেকট্রন কণার আয়তন এর -48 তম অর্ন্তসূক্ষ্মতম কনা অর্ন্তং একটা ইলেকট্রন কণাকে যদি সমান পরমাণুং 48 ভাগ করি তাহলে সেই 48 ভাগের এক ভাগ আয়তন হবে মনরং। এই “মন” প্রত্যকে মানব শরীরের মধ্যং চিন্তা এবং কর্ম উৎপন্নকারী অর্ন্তবা মনকে চিন্তা এবং কর্মের জননী ধরা হয়, যা আসলে বর্ষিবর্ষের একটা অংশ। নাভিপদ্মের অর্ন্তরং কর্ণিকা মধ্যং “মন” থকে উৎপন্ন প্রতটি চিন্তার তরংগকে শাস্ত্রীয় ভাষায় স্ফূট বলে ।

